সত্য ও মিথ্যা কখনো একত্রে অবস্থান করতে পারে না

আবু মুস'আব আস-সূরী ফাক্কাল্লাহু আসরাহু

আদম আলিহিস সালামকে সন্তান দেয়া হয়েছে। উনার প্রথম সন্তানেরাই হাক্ব ও বাতিলের মধ্যে দন্দ্ব করেছে। তখন জালেম সৎ ব্যক্তিকে বললঃ (আমি তোমাকে হত্যা করব)

এখান থেকে একটি চমৎকার শিক্ষা গ্রহন করা যায়। তখন জমিনের বুকে কেবল মাত্র চারজন ব্যক্তি ছিল। এবং সেই সাথে জমিনও অনেক প্রশস্ত ছিল। কিন্তু বাতিল তখন এই কথা বলে নি যে, (বের হয়ে যাও, আমি তোমার সাথে থাকব না)। বরং বলেছে (আমি তোমাকে হত্যা করব)। এর দ্বারা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয় যে, হাক্ব এবং বাতিল কখনো এক স্থানে অবস্থান করতে পারে না, যদিও তা পূরো পৃথিবীই হয় না কেন!!!

পরে এই মাসয়ালা আরো বিস্তৃত হয়েছে। যেমনটা কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

আর কাফেরেরা যখন প্রতারণা করত আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য তখন তারা যেমন ছলনা করত তেমনি, আল্লাহও ছলনা করতেন। বস্তুতঃ আল্লাহর ছলনা সবচেয়ে উত্তম। (আনফালঃ ৩০) ليثبتونك অর্থাৎ জেলখানা অথবা يقتلوك এটা হচ্ছে শেষ করে দেয়া অথবা يخرجوك তা হল বের করে দেয়া। এই ভাবেই প্রত্যেক গোত্রের নবীদের সাথে তাদের ধারাবাহিকতা চলে এসেছে। হত্যা, জেল বা বহিষ্কার।

এটা সেই ব্যক্তিকে আশাহত করে যে তার এবং জাহিলিয়্যাতের মাঝে, ঈমান এবং কুফুরীর মাঝে মধ্যপন্থা নামক সংযোগ খুজে পায়। সুতরাং তাদের মাঝে কোন ধরনের স্পর্শ পাওয়া যাবে না। হয়ত ইসলাম নয়ত জাহিলিয়্যাহ। হয়ত কুফুর নয়ত ঈমান। যেমনটা সাইয়্যেদ কুতুব রাঃহিঃ বলতেন।

তাহরীদ মিডিয়া
https://telegram.me/tahridbd